দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

নকল করার অধিকার

প্রতিবছরই ডিগ্রি পরীক্ষা চলাকালে 'নকল করার অধিকার' প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন স্থানে মিছিল, বিক্ষোভ, শিক্ষক লাঞ্ছিত করা, ভাঙচুর ইত্যাদির অবতারণা করা হয়। এবারও তার অন্যথা হয়নি।

খবর পাওয়া গেল, গত সোমবার ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করার দাবিতে ভাঙচুর করা হয়েছে। নকল করতে বাধা দিলে একজন অধ্যাপক লাঞ্ছিত হন। উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে বহিরাগতরা যোগ দিলে পরীক্ষা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। পার্শ্ববর্তী রুহিয়া কলেজেও নাকি একজন ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষার্থীদের হাতে লাঞ্ছিত হন।

গত ৩০শে নভেম্বর থেকে সারাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি (পাস ও সাবসিডিয়ারি) পরীক্ষা শুধু হয়েছে। প্রায় পৌনে দু'লাখ পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর জন্য ৪০৮টি মূল কেন্দ্র ও ১৫টি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নকল ও অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য প্রতিদিনই পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের এত ছড়াছড়ি যে, অনেকের কাছে এই পরীক্ষার ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে গেছে। নকল করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বদলে যখন অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে এবং কর্তৃপক্ষ অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করেন তখন এই বিশ্বাসযোগ্যতার বিন্দুমাত্রও আর অবশিষ্ট থাকে না।

– দেশে ডিগ্রি কলেজ এখন আনাচে–কানাচে ছড়িয়ে আছে। বহু কলেজের কোন চালচুলো নেই। দক্ষ শিক্ষক রাখার ক্ষমতা এদের নেই। সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোতে শিক্ষকের বহু পদ বছরের পর বছর ধরে শূন্য পড়ে থাকে। দেশের বহু ডিগ্রি কলেজ ছাত্র খুঁজে পায় না। ছাত্র বেতন না পেলে তাদের ব্যয় সংকুলান হয় না। স্থানীয় লোকদের মান থাকে না। তাই শোনা যায়, অনেক কলেজে নকল করার সুযোগ দেয়া হবে এই আশ্বাসেই ছাত্র নেয়া হয়। তার ওপর দলীয় রাজনীতির প্রভাবে ছাত্র সংঘর্ষ তো লেগেই আছে। দিনের পর দিন কলেজ বন্ধ থাকে। পুঁথিগত বা চরিত্র গঠনের কোন শিক্ষার কতটা সুযোগ অধিকাংশ কলেজে আছে তা বলা কঠিন। ফলে অযোগ্য পরীক্ষার্থীদের একমাত্র ভরসা 'নকল করা'। এ কাজে সফল হওয়ার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠতে দ্বিধা করে না।

ডিগ্রি পরীক্ষার তদারকি করা আজকাল বিপদসংকুল হয়ে উঠেছে। প্রতিবছরই শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এবার ঠাকুরগাঁও কলেজের খবরটি আমরা প্রথম পেলাম। এর আগে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, একদল শিক্ষক পরীক্ষা পরিচালনায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। অন্যদিকে অনেক কেন্দ্রে নকল করায় শিক্ষকদের সহযোগিতা করার সন্দেহও অমূলক বলা যাবে না।

সমাজের সর্বস্তরে যখন দুর্নীতির কালচার জেঁকে বসেছে তখন পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা যাবে এ বিশ্বাস কেউ করে না। তবে পুলিশী ব্যবস্থায় পরীক্ষা কেন্দ্রে সহিংসতা বন্ধ করা কঠিন হওয়া উচিত নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। এর সঙ্গে অসদুপায় অবলম্বনকে নিরুৎসাহিত করার ব্যবস্থাও জোরদার করা সম্ভব। যারাই পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক লাঞ্ছিত করা এবং সহিংসতার অবতারণা করবে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে এ কাজ শুরু করা যেতে পারে। পরীক্ষা তদারককারীদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করতে না পারলে নকল প্রতিরোধ কোন দিনই সম্ভব হবে না।